দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ NOV. 09 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

চিঠিপত্র

letters.ittefaq@gmail.com

নিয়োগ পাওয়ামাত্র এমপিও নিশ্চিত করুন

আজ তিন বছর হতে চললো একটি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে ঢুকেছি। চাকরিটি পেয়ে মনে হয়েছিল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। আত্মীয়-স্বজনদের মিষ্টিমুখ করিয়ে কতোই না আনন্দ করেছিলাম সেদিন । কিন্তু এমপিও নামের সোনার হরিণটি পাবার আশায় আজও ছুটছি। এটি ছাড়া নাকি চাকরিরই বৈধতা থাকে না। এমএসএস, বিএড হয়েও অবহেলিত হয়ে আছি এমপিও না হবার কারণে।

সেদিন অন্য স্কুলের একজন সিনিয়র শিক্ষক আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'আপনার তো এমপিওই হয়নি। তাহলে আপনি তো নন-টিচার, তাই না? কী যে খারাপ লেগেছিল। অনেক কঠিন ইন্টারভিউ পেরিয়ে সম্পূর্ণ বৈধভাবে নিয়োগ পেয়েছিলাম। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে লেখা ছিল সরকার অনুমোদিত সৃষ্ট পদ। প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা যদি থেকেই থাকে, তাহলে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের দোষ কোথায়? প্রশ্ন হচ্ছে, সৃষ্ট পদ কি কোনো পদ নয়? এই পদে কি অযোগ্য শিক্ষক নেয়া হয়? সৃষ্ট পদ মানেই যদি কেবল ঝুলে থাকা আর অপেক্ষা করা তবে এই পদ বিলুপ্ত করা হোক। একটি প্রতিষ্ঠানে [illegible]

নিয়োগ দিলো, সেই প্রতিষ্ঠানেরই তো দায়িত্ব তার এমপিও নিশ্চিত করা।

সম্পূর্ণ একই যোগ্যতা নিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি যোগ্যতা নিয়ে একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ হয়েও সৃষ্টপদের শিক্ষকদের অবজ্ঞাপূর্ণ কথা শুনতে হয় এদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কত মানুষ যে সাহায়ে হাত বাড়িয়ে বাড়তি আয় করে নেয়। বিদ্যালয় প্রধানও এদের নন-টিচার মনে করে অমানবিক বাড়তি পরিশ্রম করান। যেন তাকে করুণা করে স্কুলে রেখেছেন আর ি অন্যদের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করেও বিদ্যালয়ের অতি সামান্য বেতন নিয়ে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এভাবে আর কতোদিন?

এমপিওর সিস্টেমটা কি আরো সহজ করা যায় না অনুমোদন দিয়েই যদি নিয়োগ করা হয়, তাহলে এমপিওর ব্যাপারে জটিলতার অবসান হোক। এটি করতে কোনো শিক্ষকের যেন বাড়তি খরচ করতে না হয়। আশা করছি, এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জরুরি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিনা শর্তে ২০ মার্চ ২০০৬-এর আগে নিয়োগপ্রাপ্ত সৃষ্ট পদের শিক্ষকদের [illegible]